**আজ মীনার গাঁয়ে হলুদ**

 **পি. সি. দাস**

**মীনার মা আজ বড় ব্যস্ত । তবে শত ব্যস্ততার মাঝেও তার পান চিবানু মুখের হাস্যউজ্জ্বল ভাব মনের চাপা আনন্দের জানান দিয়ে যাচ্ছে সর্বদা । আজ তার মনের আনন্দ ফোয়ারা প্রতি পদক্ষেপে উপচে পড়ছে। আঙ্গিনার প্রতিটি কোণায় তার পরিচ্চন্নতার নান্দনিকতা ফুটে উঠেছে ।তিনি  কাক ডাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ পড়ে নেন । নামাজান্তে দোয়া করে মীনার ভবিষ্যত জীবনের সুখ কামনা করেন এবং পুত্র শহীদের সফল আগমন কামনা করে কাজে মনোনিবেশ করেন । মীনার বাবা একমাত্র মেয়ের গাঁয়ে হলুদে সকল আত্নীয়-স্বজনদের অমন্ত্রন করেন । স্বজনদের পদচারনায় মীনার মার অঙ্গিনা অজ আনন্দ মুখরিত । কর্মব্যস্ত দিন শেষে প্রকৃতির নিয়মে নীরব পায়ে এসে হাজির হয় হলুদ সন্ধ্যা । সমস্ত ব্যস্ততা ও আনন্দের মাঝে ও মীনার মার মনে প্রতীক্ষার ব্রাকুলতা তার  ছলছল চোখের দিকে তাকালেই সুস্পষ্ট । তার ছেলের আজ বাড়ি আসার কথা । যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করেই বাড়ি আসার কথ তার মাকে বলেছিল, কিছুদিন আগের চিঠিতে সে লিখেছে শহরে মিছিল- মিটিং ও আন্দোলন চলছে । তাই তার অসতে কিছুদিন দেরি হবে । মাকে সে লিখেছিল কারা নাকি তার মায়ের ভাষা কেড়ে নিতে চায় । মীনার মা এত কিছু বুঝে না । তাই তিনি লিখেছেন তার একমাত্র ছোট বোনের বিয়েতে সে যেন অবশ্যই আসে । মীনারও একই কখা ভাইয়া না আসলে সে হলুদ গাঁয়ে ছোয়াবে না । তাই সে জানিয়েছে মীনার হলুদ সন্ধ্যায় অবশ্যই সে আসবে । তাই বাড়ির পাশে হঠাৎ গাড়ির শব্দ শুনে মীনার মা আনন্দ চিৎকার দিয়ে উঠে , ”আমার শহীদ এসেছে !” মীনাও খুশি সে তার ভাইয়ের দেয়া হলুদে হাত রাঙাবে । কিন্তু এই আনন্দ যে অচিরেই বুক ফাট আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করবে তা শুধু বিধাতাই জানতেন । গাড়ি থেকে নামানো ভাইয়ের রক্তাক্ত লাশকে সে আর্ত চিৎকারে জড়িয়ে ধরে । মীনার হাত রঙিন হয় ; তবে তা হলুদের রঙে নয়, তার ভাইয়ের তাজা রক্তে .....।**